মেহেরপুর বজ্রপাতে কৃষক নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়াতে বজ্রপাতে লিটন আহম্মেদ (৩২) নিহত ও সুজন হোসেন (২৮) নামের এক কৃষক আহত হয়েছেন।

নিহত লিটন আহম্মেদ কুলবাড়িয়া গ্রামের শফিউল ইসলামের ছেলে ও আহত সুজন একই গ্রামের জাহিরুল ইসলামের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৩ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে তিনটার সময় কুলবাড়িয়া গ্রামের বেইলির মাঠ নামক স্থানে মাঠে শসা তুলতে গিয়ে বজ্রপাতে নিহত হন তিনি।

নিহত লিটনের ভাই আনিছুর রহমান বলেন, আমার ভাই লিটন ও সুজন বেইলির মাঠে শসা তুলছিলেন। হঠাৎ বৃষ্টিপাত শুরু হয়। তারা এসময় একটি গাছের নিচে বসে ছিলেন। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির সাথে হঠাৎ বজ্রপাত ঘটলে দুজনেই মারাত্বক আহত হন। তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিলে লিটন আহম্মেদকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় কিশোর নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদিতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় রাব্বী আহম্মেদ (১৬) নামের এক কিশোর নিহত হয়েছে। এবং রানা ও আলী হোসেন নামের অপর দুই কিশোর আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা সড়কের বারাদি পল্লী বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রাব্বী আহম্মেদ রাজনগর গ্রামের আজিবার রহমানের ছেলে। এছাড়া

আহত রানা হোসেন একই গ্রামের মনিরুল ইসলাম ও আলী হোসেন আনারুল ইসলামের ছেলে।

আহত রানা জানান, রাজনগর থেকে মোটরসাইকেল যোগে বারাদী বাজারে যাচ্ছিলাম। বারাদি ও রাজনগরের মাঠের মধ্যে নতুন পল্লী বিদ্যুৎ উপ কেন্দ্রের সামনে পৌছানো মাত্র পল্লী বিদ্যুতের একটি ট্রাক ডানে মোড়ে নিলে আমাদের মোটরসাইকেলটির সাথে ধাক্কা লাগে। এতে আমরা রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে আহত হই। স্থানীয়রা উদ্ধার করে মেহেরপুর

২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাব্বী আহম্মেদকে মৃত ঘোষণা করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

গাংনীতে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত

“দুর্যোগ আগাম সতর্কবার্তা,সবার জন্য কার্যব্যবস্থা” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে র্যালী ও আলোচনা সভা মধ্য দিয়ে মেহেরপুরের গাংনীতে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২২ পালিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার সময় গাংনী উপজেলা সভাকক্ষে গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তী এর সভাপত্বিতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-০২(গাংনী)আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি।

বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক,গাংনী প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী, সাংবাদিক, ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা কর্মচারী এবং বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর ছাতিয়ান-কামারখালি রাস্তায় ছিনতাই

গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান-কামারখালি মাঠে গরু বহনকারী গাড়ির গতি রোধ করে গরুর ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (১২ অক্টোবর) দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে ৯ টার দিকে।

সংঘবদ্ধ ছিনতাইকারীরা গরু ব্যাপারীর কাছ থেকে প্রায় ৩৮ হাজার ৫০০ হাজার টাকাসহ কয়েকজন পথচারীর কাছ থেকে নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনতাই করে নিয়ে গেছে।

কামারখালি গ্রামের গরু ব্যাপারি মিনারুল ইসলামের কাছ থেকে ৩৫ হাজার টাকা ও গরু বহণকারী গাড়ি চালক ফরজ আলীর কাছ থেকে ৩৫ শ টাকা, এছাড়া চকলেট আলীসহ কয়েকজনের পথচারির নিকট থেকে টাকা ছিনতাই করেছে।

গাড়ি চালক ফরজ আলী জানান, রাত সাড়ে ৯ টার দিকে ছাতিয়ান থেকে কামারখালি গ্রামে যাওয়ার রাস্তায় মাঠের মাঝখানে পৌছানো মাত্র ১০/১৫ জনের সংঘবদ্ধ ছিনতাইকারীরা আমাদের গাড়ির গতিরোধ করে।

এক পর্যায়ে আমাদের ধারালো অস্তের মুখে জিম্মি করে নগদ টাকা পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেছেন, পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছানোর আগেই এই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।

তিনি বলেন বিভিন্নভাবে সোর্স লাগিয়ে ছিনতাইকারীদের খুঁজে বের করতে পুলিশ চেষ্টা করছে।

মুজিবনগর প্রেসক্লাবে স্বতন্ত্র প্রার্থী গোলাম রসুলের মতবিনিময়

১৭ অক্টোবর মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী গোলাম রসুল।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার সময় জেলা পরিষদ ডাকবাংলো সূর্যদয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় কালে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী গোলাম রসুল বলেন, তৃণমূল থেকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা নির্বাচিত হবে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান। অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় এবার নির্বাচন হবে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) পদ্ধতিতে ভোট গ্রহন করা হবে। জেলার তিন উপজেলায় তিনটি কেন্দ্ৰ স্থাপন করা হবে এবং প্রতিটি কেন্দ্রে সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে। ফলে ভোট কারচুপি করার কোন সুযোগ নেই। এবং ভোটারদের ভয় পাওয়া বা সংকোচ প্রকাশের কনো কারণ নেই।

এসয়য় তিনি আরো বলেন, অন্যান্য ভোটে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় মনোনয়ন দিয়ে নৌকা প্রতীক দিয়েছেন । কিন্তু জেলা পরিষদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন দিলেও নৌকা প্রতীক দেয়নি। ফলে সকলেই জেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশ গ্রহন করতে পারছেন।

আমি দলীয় শৃংখলার মধ্য দিয়েই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহন করেছি। এবারের নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরেপেক্ষ হবে এমন প্রত্যাশা রেখে ভোটারদের অভয় দেয়ার জন্য কাউন্সিল করার আহবান জানান নির্বাচন কমিশনের প্রতি। নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হলে তার বিজয় নিশ্চিত বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

মতবিনিময় সভায় মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুনসী ওমর ফারুক প্রিন্স,সাধারণ সম্পাদক শেখ শফি,সাংগঠনিক সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান,অর্থ সম্পাদক উজ্বলসহ সকল সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দরা উপস্থিত

ছিলেন।

দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত

দুর্যোগে আগাম সতর্কবার্তা, সবার জন্য কার্যব্যবস্থা, এই প্রতিবাক্য কে সামনে রেখে দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জানা গেছে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস। ঝুঁকি সচেতনতা ও দুর্যোগ হ্রাসের বৈশ্বিক সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে একদিনের ডাকে ১৯৮৯ সালে দুর্যোগ নিরসনে আন্তর্জাতিক দিবস শুরু হয়। যা প্রতিবছর ১৩ ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্বজুড়ে মানুষ এবং জাতিসমূহ কিভাবে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয় এবং তারা যে ঝুঁকিগুলো মোকাবেলা করে তা জোরদার করার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায়। অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশে দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত দুর্যোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, তবে আগাম বার্তা ও সম্মিলিত উদ্যোগ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় দেশবাসীকে প্রস্তুতি নিতে এবং মোকাবেলা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম)’র বাস্তবায়নে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা পি আই ও মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আর ডি সি শেখ রাসেল আহম্মেদ। এসময় তিনি বলেন, একটা সময় ছিল যখন দুর্যোগ মানেই ছিল ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী দুর্যোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা ও সরকারের

গৃহীত নানা অগ্রিম সচেতনতামূলক পদক্ষেপের কারণে দুর্যোগে বাংলাদেশ ক্ষয়ক্ষতি আগের থেকে বহুলাংশে কমেছে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সকলের আরো অধিক সতর্ক অবস্থানই পারে দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় দেশকে আগামী দিনগুলোতে রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের সাব অফিসার নাসির উদ্দিন। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাকী সালাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার রাফিজুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন-অর-রশিদ, আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা রাফেজা খাতুন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হক, উপজেলা আইসিটি প্রোগ্রামার আরিফুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসের সিএ ফয়জুল করিম সহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ।

মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত

র্যালী আলোচনা সভা ও মহড়ার মধ্য দিয়ে মুজিবনগরের পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস।

“দুর্যোগে আগাম সতর্কবার্তা, সবার জন্য কার্যব্যবস্থা’ এই প্রতিপাদ্যে কে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় মুজিবনগর উপজেলায় পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস। দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে জনগণ ও সংশ্লিষ্টদের সচেতনতা বাড়াতেই সরকারের এই উদ্যোগ।

এ উপলক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে এ মুজিবনগর সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ছত্রীদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এবং উপজেলা ফায়ার ব্রিগেড ও সিভিল ডিফেন্স এর ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড বিষয়ক মহড়া প্রদর্শিত হয়।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস। উপজেলা নির্বাহী অনিমেস বিশ্বাসের এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ফায়ার ব্রিগেড সিভিল ডিফেন্স কর্মকর্তা শাজাহান ও মোস্তাফিজুর মুজিবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আলী হোসেন সহ স্কুলের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এসময় সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে সেই এনজিওর নামে আদালতের স্বপ্রণোদিত মামলা

“অর্ধ কোটি টাকা নিয়ে উধাও সোনালী ফাউণ্ডেশন” শিরোনামে গত ৫ অক্টোবর মেহেরপুর প্রতিদিনসহ বিভিন্ন পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদ আমলে নিয়ে সেই এনজিও বিরুদ্ধে স্বপ্রণোদিত মামলা করেছেন আদালত।

গত মঙ্গলবার (১১ অক্টোবর) মেহেরপুর সদর আমলি আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এসএম শরিয়ত উল্লাহ্ এ মামলা দায়ের করেন। একই সাথে কোনোরূপ ব্যর্থতা ছাড়া আগামী ১০ নভেম্বরের মধ্যে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (স্বয়ং) কে নির্দেশ প্রদান করেন।

আদেশে আদালত বলেন, পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি সঠিক হয়ে থাকলে তা সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা এবং অর্থ আত্মসাৎ যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে আদালত আদেশে উল্লেখ করেন। প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নাকের ডগায় শহরের ঠিক প্রাণকেন্দ্রে এভাবে ব্যবসার নামে প্রতারণা করে মানুষের টাকা হাতিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলেও আদালত মন্তব্য করেন। এর সাথে জড়িতদের শাস্তির আওতায় আনয়নের নিমিত্ত মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (স্বয়ং)-কে পাঁচ দফা নির্দেশনাসহ আগামী ১০ নভেম্বর এর মধ্যে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর শহরের যাদবপুর সড়কে একটি ভবন ভাড়া নিয়ে সোনালী ফাউণ্ডেশন নামের একটি এনজিও প্রতিষ্ঠান ঋণ দেওয়ার নাম করে গ্রাহকদের কাছে থেকে অর্ধকোটি টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যায়। এনিয়ে গত ৫ অক্টোবর মেহেরপুর প্রতিদিনে “অর্ধ কোটি টাকা নিয়ে উধাও সোনালী ফাউন্ডেশন” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়।

সংবাদটি পড়ুন অর্ধ কোটি টাকা নিয়ে উধাও ‘সোনালী ফাউণ্ডেশন’

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

শামিম রেজা। বয়স আনুমানিক ২৯ থেকে ৩০ বছর। মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের বিলু সর্দারের বড় ছেলে। তিন বছর আগে বাবার ছোট রাইস মিল চালিয়ে কোনমতে সংসার চালাতেন।

হঠাৎ করে আলাদিনের চেরাগ হাতে পেয়ে বনে গেলেন কোটিপতি। কোটি টাকা খরচ করে গড়ে তুলেছেন হার্ডওয়ার ব্যবসা। যেভাবে পাইলিং দিয়ে ভবন তৈরি করছেন তাতেও খরচ হচ্ছে কোটি টাকার উপরে। ছোট ভাইকে রাজধানীর একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। মোটরসাইকেলে নতুন মডেল আসলেও সেটি হতে হয় শামিম ও তার ছোট ভাই সোহাগ রানার জন্য। বর্তমানে দুই ভাই দুটি ইয়ামাহা ব্র্যাণ্ডের আরওয়ানফাইভ মোটরসাইকেল ব্যবহার করেন।

এলাকাতে কয়েক বিঘা জমিও কিনেছেন। কক্সবাজারের ফাইভ স্টার হোটেল ‘সাইমান’ এ মাঝে মাঝে প্রমোদ বিলাসে যান শামিম রেজা। সাথে থাকে তার শিষ্য দিলিপ হালদারও। বর্তমানে কত টাকার মালিক তিনি তা কেউ জানে না। তার ছোট ভাই সোহাগ রানা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন দেশে ঘুরতে যান। আর সকল কিছুই এসেছে অনলাইন জুয়ার দৌলতে। অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্ট হিসেবে যে কয়জন রয়েছেন শামিম রেজা তাদের একজন। তিনি নিজেই চালান একাধিক এজেন্ট চ্যানেল। খবর রয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি এগুলো পরিচালনা করছেন।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে শামিম রেজার এসকল তথ্য উপাত্ত উঠে এসেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, শামিম রেজা করোনার প্রথম দিকে ওয়ান এক্স বেটে কাজ করলেও পরবর্তিতে রাশিয়ান কোম্পানী লাইনবেট কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে একাই শুরু করেন অনলাইন জুয়ার ব্যবসা। কয়েকটি এজেন্ট নিয়ে কাজে লাগান বেশ কয়েকজন যুবককে। তার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে ইতোমধ্যে পুলিশের কাছে আটক হয়েছে নিমাই হালদার, প্রসেনজিৎ হালদার, সুমন আলী ও সুমন নামের চার যুবক। নিমাই হালদার, সুমন আলী ও সুমন আদালতে শামিম রেজার হয়ে কাজ করেন বলে স্বাকারোক্তিও দিয়েছেন। প্রসেনজিৎ হালদার আদালতে স্বীকারোক্তী না দিলেও অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত একাধিক সূত্র তাকে শামিমের এজেন্ট বলে নিশ্চিত করেছেন।

পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, শামিম রেজার এজেন্ট হয়ে কাজ করেন তার ছোট ভাই সোহাগ রানা, নিমাই হালদারের চাচাত ভাই দিলিপ হালদার, কোমরপুর গ্রামের আজিবার আলীর ছেলে শিপলু রানা, কুদ্দুস আলীর ছেলে আকাশ আলী। তবে অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ হওয়া ও পুলিশের অভিযান শুরু হলে সকলেই এলাকা থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এজাহার থেকে জানা গেছে, শামিম রেজা পুলিশের এজাহার ভুক্ত অনলাইন জুয়ার অন্যতম আসামি। মামলার প্রধান আসামি বদুরুদ্দোজা রয়েলকে আটকের পর তার স্বীকারোক্তীতে শামিম রেজাসহ আরো ১৫ জনের নাম করে পুলিশের কাছে। সেই মামলা দায়েরের দেড় মাসেরও বেশি অতিবাহিত হলেও এসকল অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্টরা ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছেন। শামিম রেজা ও তার লোকজন এলাকাতে না থাকলেও মামলার অন্য আসামিরা এলাকাতেই থাকেন বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে পুলিশের অভিযান টের পেলেই তারা এলাকা থেকে পালিয়ে যান।

পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

মামলার অন্য আসামিরা হলেন-গোপালপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শিশির বিশ্বাস, নুরুপুরের বিল্লাল গড়াইয়ের ছেলে দিপু, কোমরপুর গ্রামের আনারুল মিয়ার ছেলে রুবেল, টঙ্গীর শরিফের ছেলে মো: পলাশ, মুজিবনগরের শিবপুরের মৃত শাহাজুলের ছেলে বিজয়, একই গ্রামের

জিনারুলের ছেলে লিপু গাজী, মোনাখালী গ্রামের আজহারুলের ছেলে মিলন, সাইদুর রহমান খোকনের ছেলে সাগর, কোমরপুর গ্রামের বাশার বিশ্বাসের ছেলে সজীব, ভাটপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ মণ্ডলের ছেলে বাবু, মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বখতিয়ার মাস্টারের ছেলে রুবেল, গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে আনোয়ার।

জানা গেছে, বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেনসি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুম ন করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো। আর অনলাইন জুয়ার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রাম। যে গ্রাম থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে পুরো দেশকে।
রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে । এসব জুয়ার সাইট ও অ্যাপস ভার্চুয়ালি জুয়া খেলায় একেকটি এজেন্টের মাধ্যমে মাসে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি), সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল ইতোমধ্যে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। ইতোমধ্যে জেলার অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত জুয়াড়িদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছে পুলিশ। অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও তারা কাজ শুরু করেছেন।

পড়ুন ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

জানা গেছে, অনলাইনে জুয়া খেলা পরিচালনার জন্য (ওয়ানএক্সবিট, লাইনবেট, মেলবেট, বেট ৩৬৫ ডটকম, প্লেবেট ৩৬৫ ডটকম, বিডিটি ১০ ডটকম, উইনস ৬৫ ডটকম ও বেটস্কোর২৪ ডটকমসহ ২৩০ টি সাইটের মাধ্যমে এই জুয়া খেলা পরিচালিত হচ্ছে।
পুলিশের একটি সুত্রটি জানায়, মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে।

তবে এ ব্যাপারে শামিম রেজার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে এলাকাই পাওয়া যায়নি। এমনকি তার বর্তমান ব্যবহৃত ফোন নম্বরও পাওয়া যায়নি।

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা, কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক নিয়মিত মাসোহারা নেন অনলাইন জুয়াড় সাথে জড়িত ছিলেন এজেন্টদের সাথে। তাদের মাসোহারা দিয়ে দেদারছে জুয়া খেলে কোটি বনে যাচ্ছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানীতে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের পর তাদের মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরও কপালেও দুশ্চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সঠিক নজরদারি না থাকায় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা। গত এক মাসে শুধুমাত্র একটি সিম (এজেন্ট) থেকে লেনদেন হয়েছে এক কোটি ৪৩ লাখ টাকা। গতমাসে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ইতোমধ্যে মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের বাদল হালদারের ছেলে নিমাই হালদার ও গোপালপুর দক্ষিণপাড়া এলাকার খলিলুর রহমানের ছেলে বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েল (৩৬) ডিবি পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তাদের কাছ থেকে এমন তথ্য জানতে পারে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল।

পড়ুন অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

অনলাইন জুয়া নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানি টিমের অনুসন্ধান অব্যাহত আছে। নতুন নতুন এজেন্টদের খবর পাওয়া যাচ্ছে। রাতারাতি কোটিপতি বনে যাওয়া এসব অনলাইন জুয়ার হোতাদের দৌরাত্মে নি:স্ব হচ্ছে বহু তরুণ। খুব সহজেই অঢেল টাকার মালিক

বনে যাওয়ায় তারা কাউকেও পরোয়া করছেন না। এখনো যারা ধরা পড়েননি বা যাদের নাম সংবাদে আসেননি তারা বুক ফুলিয়ে অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে অনলাইন জুয়ার আদ্যপান্ত জানতে মেহেরপুর প্রতিদিননের সঙ্গেই থাকুন। ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুর প্রতিদিন পাঠকদের সামনে অনলাইন জুয়ার সংবাদ তুলে ধরা হবে।( চলবে…)

জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আব্দুস সালামের মতবিনিময়

আসন্ন জেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে গাংনী প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী এ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম। বুধবার বিকেলে গাংনী প্রেসক্লাবে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময়কালে মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশ গ্রহনকারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী এ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম জানান, জনপ্রতিনিধি দ্বারা নির্বাচিত হবে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান। অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় এবার নির্বাচন হবে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে।

ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) পদ্ধতিতে ভোট গ্রহন করা হবে। জেলার তিন উপজেলায় তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে এবং প্রতিটি কেন্দ্রে সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে। ফলে ভোট কারচুপি করার কোন সুযোগ নেই। সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের প্রতি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রয়েছে।

ছাত্রজীবন থেকে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ রাজনীতির সাথে আমার সম্পৃক্ততা রয়েছে। আমার রাজনীতির সম্পৃক্তকা ও সাংগঠনিক তৎপরতা বিবেচনা করে মেহেরপুর থেকে আটজন মনোনয়ন প্রত্যাশিদের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে

মনোনীত করেছেন।

মেহেরপুরের সকল আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীরা আমার সাথে একযোগে কাজ করছেন। আমরা প্রতিটি ভোটারের দ্বারে দ্বারে ঘুরছি। আমি নির্বাচিত হলে আওয়ামীলীগ নির্বাচিত হবে। মেহেরপুর জেলাকে এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগীতা কামনা করে

তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের উন্নয়নকে ধরে রাখতে এবং মেহেরপুর জেলাকে একটি উন্নয়নশীল প্রযুক্তি নির্ভর জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থীকে নির্বাচিত করার কোন বিকল্প নেই। আগামী ১৭ অক্টোবর মেহেরপুর জেলা প্ররিষদ নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার প্রত্যাশা ব্যাক্ত করেন তিনি। মতবিনিময় সভায় শূভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন।

মতবিনিময় সভায় প্রেসক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।